সন্ত্রাসী পিচ্চি আল-আমিনের পাঁচ সহযোগী অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার: এসআরবি

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর রামপুরা এলাকার চিহ্নিত চাঁদাবাজ ও তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী মো. আল-আমিন ওরফে পিচ্চি আল-আমিনের আরও তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।

রোববার (৪ অক্টোবর) বিকেলে কারওয়ান বাজারে এসআরবির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান এসআরবি-৩-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন। তিনি বলেন, আল-আমিনের বাড়ি ঝালকাঠিতে। গ্রেপ্তার পাঁচ সহযোগীর মধ্যে চারজনের বাড়ি একই জেলায় এবং একজনের বাড়ি বরগুনায়। সমমনা ও সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের ঢাকায় এনে আল-আমিন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন বলে গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণে জানা গেছে।

LENS ASIA

আল-আমিন কোনো গ্যাংয়ের প্রধান কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে লে. কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন বলেন, ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে মামলা পাওয়া গেছে। তাকে স্বভাবগত অপরাধী উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকা যেকোনো দল তার মাধ্যমে সুযোগ নিয়ে থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক পরিচয়ের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য তারা পাননি।

এসআরবি-৩-এর অধিনায়ক আরও জানান, আল-আমিনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় রামপুরা এলাকার মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এর আগে এসআরবির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী জানান, গত ১ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১টার দিকে রামপুরা থানার টিভি রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিচ্চি আল-আমিন, কামাল উদ্দিন ও খাইরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি রিভলবার ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

আল-আমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুঞ্জবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সোহাগ হাওলাদার ওরফে মামুন এবং মো. রিফাত ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি দেশীয় অস্ত্র বা লোহার তৈরি ছুরি উদ্ধার করা হয়।

ইন্তেখাব চৌধুরী জানান, আল-আমিনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মো. কাওছার খানের কাছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র থাকার তথ্য পাওয়া যায়। প্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান শনাক্ত করে ৩ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কুঞ্জবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাওছারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একই দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে খিলগাঁও থানার ভূঁইয়াপাড়ায় শফিকের টিনশেড ঘর থেকে একটি বিদেশি রিভলবার, একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও নয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

এসআরবি জানিয়েছে, পিচ্চি আল-আমিন ইয়াছিন খান পলাশ ওরফে কাইল্লা পলাশ হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। খিলগাঁও, রামপুরা, হাতিরঝিল ও গুলশান থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য আইন, হত্যা ও অস্ত্র মামলাসহ তার বিরুদ্ধে মোট ২৭টি মামলা রয়েছে। তবে গ্রেপ্তার হওয়া অপর সহযোগীদের বিরুদ্ধে থানায় কোনো মামলা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বাহিনী।